আমার বাঙ

লেখা ও অঙ্কন

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

আনাস আর ইবাদের দোতলা খাট। আনাস নিচে ঘুমায়, ইবাদ ওপরে। কিন্তু এখন ওরা দুজনই ওপরে উঠে বসে আছে। আনাস ইবাদের জন্মের আধাঘণ্টা আগে পৃথিবীতে এলেও ইবাদ ওকে দিয়েই নানা কাজ করায়। আনাস খুব চুপচাপ বসে আছে আর ইবাদ সারাক্ষণ কিছু-না-কিছু বলছে। আজ ওদের দুজনেরই খুব মন খারাপ। একটু রাগ রাগও লাগছে। ইবাদ চোখ গোল গোল করে আনাসকে বলল,

-দেখলি, আম্মু জঙ্গল থেকে একটা ব্যাঙের বাচ্চা ধরে এনেছে।

-কী যে বলিস ইবাদ, এইটা তো মানুষের বাচ্চা। ব্যাঙের বাচ্চা না।

-না, এইটা একটা ব্যাঙের বাচ্চাই। সারাক্ষণ ঘ্যাঙরঘ্যাং শব্দ করছে, দেখছিস না?

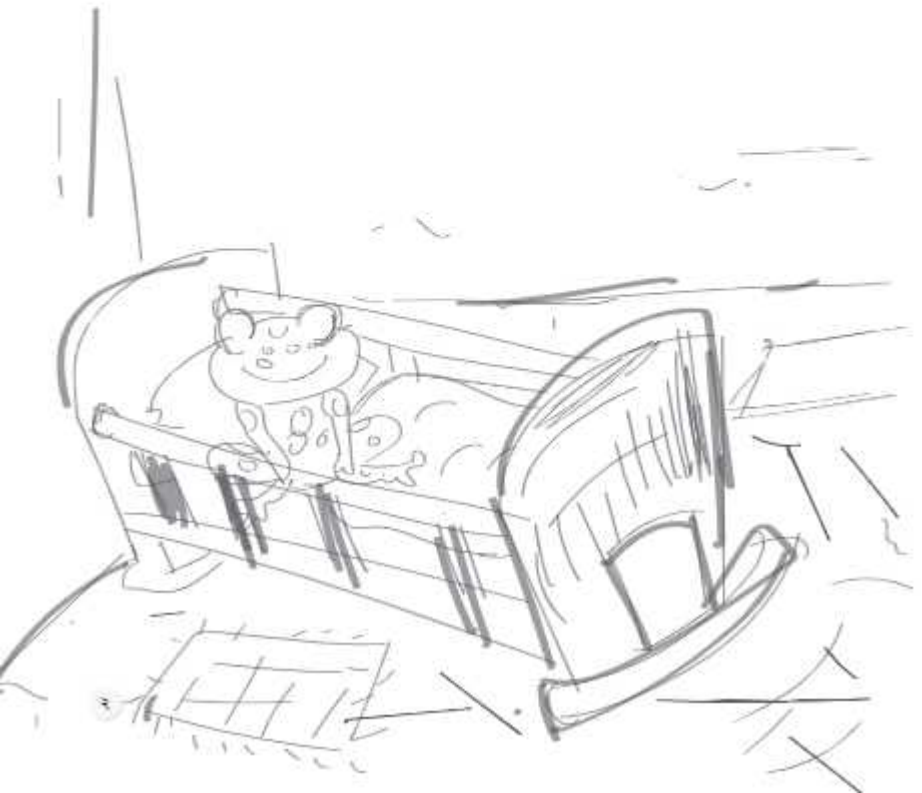

ওরা ক্লাস থ্রির বাংলা বইয়ে অনেক পশুপাখির ডাক শিখেছে। সেখানে লেখা আছে ব্যাঙের ডাক ঘ্যাঙরঘ্যাং।

আনাস চুপচাপ হলেও আজ রাগী রাগী গলায় বলল,

-এই ব্যাঙের বাচ্চাটাকে ঘর থেকে ফেলে দেওয়া দরকার।

ইবাদ চোখ সরু করে বলল,

-এটাকে ফেলে দিতেই হবে। একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে।

তালহা মিয়ার সত্য কাহিনি

লেখা ও অঙ্কন
সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

'কী খবর তালহা মিয়া? তোমার মুরগির বাচ্চা ভালো আছে?'
হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন ঝুনু আন্টি। ঝুনু আন্টি তালহাদের দোতলায় থাকেন। তালহার সাথে দেখা হলেই 'কী খবর তালহা মিয়া' বলেই তালহার গাল ধরে টেনে দেয়। মাঝেমধ্যেই চকলেট দেয়, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝেমধ্যে আইসক্রিমও দেয়। তালহার তখন খুবই ভালো লাগে। তবে তালহা যেহেতু এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে, আর সামনের মাসেই বয়স হয়ে যাবে নয়, তাই তালহার একটু অভিমানমতো হয়। এই বয়সি একটি ছেলের গাল কি কেউ টিপে দেয়?
আর কেউ যদি দেখে ফেলে, তাহলে বিশাল একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। তাই ঝুনু আন্টিকে দেখলেই তালহা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়—আশেপাশে কেউ আছে নাকি আবার। না থাকলে ঝুনু আন্টির গায়ের কাছে ঘেঁষে আসে। মনে মনে দুআ করতে থাকে—
'ইশ, আল্লাহ, ঝুনু আন্টি যেন আজ একটা চকলেট দেন। আল্লাহ প্লিজ, একটু ঝুনু আন্টির মনটা নরম করে দিয়েন, আল্লাহ, প্লিজ প্লিজ।'

তালহার পুরো নাম তালহা আবদুল্লাহ মিনহাজ, আর ঝুনু আন্টি ওকে দেখলেই বলবে তালহা মিয়া। 'মিয়া' ব্যাপারটা যে কী, তালহা ঠিক বোঝে না। তবে ওর বেশ ভালোই লাগে।

তিন তলার ওপর দেওয়াল-ঘেরা ছাদে ঝুনু আন্টির অনেকগুলো গাছ আছে। তালহার মা প্রায়ই বলে—'ঝুনু, তালহাই তোমার ছেলে, তুমি দুঃখ পেয়ো না। আল্লাহ তোমাকেও তালহার মতো একটি ছেলে শীঘ্রই দেবেন; আমি তোমার নাম ধরে দুআ করি।'

ঝুনু আন্টি জবাব দেয়—'দুঃখ নাই আপা, আমার তালহা আছে, গাছেরা আছে।'

তালহার আর বুঝে আসে না, গাছ আর ও কীভাবে এক হলো? গাছ তো মানুষ না, গাছ তো গাছ। প্রায়ই ঝুনু আন্টি জবাগাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে তালহাকে দেয়, তালহার হাত ছিঁড়ে তো আর জবাগাছকে দেন না।

পাঁচ চামচ কাস্টার্ড

লেখা ও অঙ্কন

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

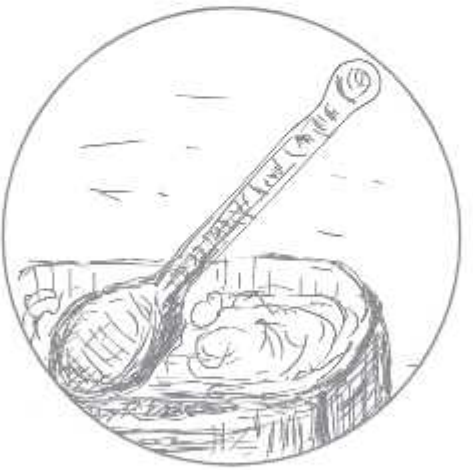

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

মাহদিয়াদের পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। তিন দিন আগে গভীর রাতে এত্ত বড় একটা ট্রাক এসে ওদের বিল্ডিংয়ের সামনে থামে। ওদের বাসার সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু ট্রাকের ইঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন আর মালপত্র নামানোর আওয়াজে সবাই জেগে ওঠে। জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখা গেল, এক আন্টি তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি সিএনজি থেকে নামলেন; সাথে ওদের বাবাও। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন ছেলে বেশ লম্বা। মাহদিয়াদের থেকে বড় হবে, আরেকজন মেয়ে ওর সমানই মনে হচ্ছে। বোধ হয় থ্রি-ফোরে পড়ে। আর একটা ল্যাদাবাচ্চা আন্টিটার কোলে। মাহদিয়ার আম্মু বলছিল—এরা নিশ্চয় অনেক দূর থেকে এসেছে, নইলে এত রাতে আসার কথা নয়।

মাহদিয়ার আম্মু খুবই ভালো

একজন মানুষ। সব মানুষের বিপদাপদে উনি সবার আগে হাজির হয়ে যান। নতুন ভাড়াটিয়ারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই মাহদিয়ার আম্মু তার আলখেল্লার মতো খিমারটা পরে গেইট খুলে দাঁড়িয়ে গেলেন। নতুন আন্টিটা পাশের গেইটের সামনে দাঁড়াতেই ওর আম্মু বলে উঠলেন,

-আমি আপনার প্রতিবেশী। ভেতরে আসুন আপা। লেবাররা মালপত্র ওঠাতে ওঠাতে আপনি বাচ্চাদের নিয়ে আমার এখানে একটু রেস্ট নিন। আমি শরবত বানাচ্ছি।

নতুন আন্টিটা একটু লজ্জা করে বলার চেষ্টা করলেন,

-না আপা, এত রাতে কষ্ট করবেন...

বিন্নির ঘর-শার্পেনার

লেখা ও অঙ্কন
সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

আয়িশার দুই ক্লাসমেট রুমাইসা আর বিন্নির মধ্যে আজকে খুব ঝগড়া হয়েছে। এ-কারণে তাদের দুজনকে প্রিন্সিপাল মিসের রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আয়িশাকেও ডেকে নেওয়া হয়েছে। বিন্নি আর রুমাইসা মিসের রুমের ভেতরে, আর আয়িশা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো সময় ওর ডাক পড়বে।

ঘটনা হচ্ছে, টিফিন ব্রেকে বিন্নি রুমাইসাকে বলেছে—'ইউ ফ্যাট গার্ল, ইউ ক্যান ইইট দি হোওল ওয়ার্ল্ড, শেইম অন ইউ'। ঘটনা সত্য নাকি মিথ্যা—এইটা যাচাই করার জন্য আয়িশাকে ডাকা হয়েছে; কারণ ও-ই তখন ওদের সবচেয়ে কাছে ছিল। আয়িশার খুবই খারাপ লাগছে। এই ঘটনা একদম সত্য যে, বিন্নি রুমাইসাকে সত্যিই এই কথা বলেছে। কিন্তু বিন্নি তো আয়িশার প্রাণের বন্ধু। ওর সাথে বিন্নির জন্মের আড়ি হয়ে যাবে যদি ও আজ মিসকে সত্যি কথা বলে দেয়। ওর মিথ্যা বলতেও ইচ্ছা করছে না। কারণ মিথ্যা বললে ওর হার্টবিট বেড়ে যায়, মন খারাপ লাগতে থাকে। তা ছাড়া রুমাইসা মেয়েটা ক্লাসে সব সময় চুপচাপ থাকে। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। আয়িশা প্রায়ই ভাবে, রুমাইসা ওর নিজের বোন হলে খুবই ভালো হতো।

আয়িশা আরেকটা জিনিসও ভাবছে, বিন্নির একটা খুবই সুন্দর শার্পেনার আছে। গত সাতদিন আগে প্রথম ও ঘরের মতো আকৃতির এই শার্পেনারটা স্কুলে নিয়ে আসে। বিন্নির চাচা বিদেশ থেকে এইটা নিয়ে এসেছে। ঘরের একটা জানালা দিয়ে পেন্সিল ঢুকিয়ে দিতে হয়। পেন্সিল শার্প করা হয়ে গেলে ঘরটার দরজা দিয়ে মাথায় ক্যাপ পরা এক লোক বের হয়ে একটা বিনে করে শার্প করা ময়লাগুলো বাইরে ফেলে আবার ভেতরে ঢুকে গেইট লাগিয়ে দেয়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ওর ডাক পড়ে গেল ভেতরে। বিন্নি মাথা নিচু করে খুব ছোট ছোট পা ফেলে রুমের ভেতরে ঢুকে গেল।

সাইফান ও একটি চোর

লেখা ও অঙ্কন
সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সাইফানের বাবা এই মুহূর্তে কপাল কুঁচকে তার বাদামি রঙের মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই বাসায় কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। উনি ধরতে পারছেন না। কাউকে অকারণে সন্দেহ করার স্বভাব উনার নেই। আর সাইফানদের বাসায় যেই খালাটা থাকেন, উনাকে ওর দাদি গ্রাম থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। উনি এরকম কিছু করবেন এইটা ওর বাবা চিন্তাও করতে পারেন না। এ ছাড়া সাইফানের মা আর দাদি ছাড়া বাসায় আর কোনো কাকপক্ষীও নেই। আর যারা বেড়াতে আসেন, তারা সাধারণত ভেতরের রুম পর্যন্ত আসে না।

আসলে হয়েছে কী, গত কয়েকদিন যাবৎ সাইফানের বাবার প্রায়ই মনে হয় মানিব্যাগ থেকে টাকা হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। উনি এমনিতেও টাকাপয়সা খুব একটা গুনে মানিব্যাগে রাখেন না। এ জন্য প্রায়ই সাইফানের মা উনাকে বকাবকি করেন। তাই টাকা পাচ্ছেন না এই কথা ভয়ে বলতেও পারছেন না কাউকে। উনি ঠিক করলেন আগামী সাত দিন টাকা গুনে রাখবেন এবং ইচ্ছা করেই মানিব্যাগটা এমন জায়গায় রাখবেন, যেন চোর সহজেই টাকা বের করে নিতে পারে।

ডাইনিং টেবিলে সাইফানের মা ওকে জোর করে একটা সেদ্ধ ডিম খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। সাইফানের রোজ রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে একেবারেই ভালো লাগে না। যদিও ও নিজে জানে প্রতিদিন ডিম খাওয়া খুবই জরুরি একটা ব্যাপার।